যুগান্তর

তারিখ ... 20 NOV 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বেসরকারি কলেজে অনার্স কোর্স চালুর সীমাবদ্ধতা

বর্তমানে বাংলাদেশের এমপিওভুক্ত ডিগ্রি কলেজসমূহে তিন বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি কোর্স চালু রয়েছে। কিন্তু সরকারি কলেজ ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিবিএ কোর্স চালু করার কারণে এবং পেশাগত ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের অধিকতর সুযোগ না পাওয়ার আশংকায় বেসরকারি কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি (পাস) কোর্সে ভর্তি হতে চায় না। ফলে দেশের ডিগ্রি কলেজগুলোতে কাঙ্ক্ষিত হারে ছাত্রছাত্রী ভর্তি না হওয়ায় কলেজগুলো কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। ডিগ্রি কলেজগুলোতে যদি ইন্টারমিডিয়েট শাখা না থাকত তাহলে কলেজসমূহের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত। কিছু কিছু এমপিওভুক্ত ডিগ্রি কলেজ চার বছরের অনার্স কোর্স চালু করার জন্য অগ্রসর হলেও বা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও অবকাঠামো, জনবল ও অন্যান্য প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে মাঝপথে থেমে যাচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশনে ডিগ্রি অনার্স কোর্সে অধিভুক্তির শর্তাবলির ১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে— ডিগ্রি (পাস) এবং ডিগ্রি (অনার্স) কোর্সে শিক্ষাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্তত ৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত থাকতে হবে। বাস্তবে ডিগ্রি কলেজগুলোতে ডিগ্রি (পাস) কোর্সে শিক্ষাদানের জন্য ২ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। এ অবস্থায় অনার্স কোর্স চালু করতে গেলে আরও অতিরিক্ত যে ৫ জন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০) জারিকৃত জনবল কাঠামো মোতাবেক অতিরিক্ত শিক্ষকরা সরকারি অংশের বেতন-ভাতা পাবেন না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি তহবিল থেকে শুধু স্নাতক (পাস) কোর্স পর্যন্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান করে থাকে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব তহবিল থেকেই অতিরিক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান করতে হবে। শহর এলাকায় এটি সম্ভব হলেও গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ কলেজে তা সম্ভব হচ্ছে না। এসব কলেজে এমপিওবিহীন পদে কেউ শিক্ষকতা করতে আগ্রহী হয় না। তা ছাড়া অনেক ডিগ্রি কলেজ রয়েছে যারা সরকারের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ থেকে কোনো ভবন বরাদ্দ না পাওয়ায় অবকাঠামোগত সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় অনার্স কোর্স চালু করতে চাইলেও তা সম্ভব হচ্ছে না, যদিও তাদের ভবন নির্মাণ করার মতো জমি রয়েছে। অনার্স কোর্স চালু করতে গেলে কলেজগুলোয় অবশ্যই যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক প্রয়োজন। এই পদসমূহকে শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান করলেই চলবে না বরং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামোতেও (এমপিওভুক্তকরণ) অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। অন্যথায় তা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য ও জাতীয় শিক্ষানীতির প্রণয়ন সংক্রান্ত বিধিমালা ও এর কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান উপেক্ষিত হওয়ায় দেশের ডিগ্রি কলেজসমূহে একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হবে।

এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য যুগোপযোগী ও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এখন ব্রিটিশ কিংবা পাকিস্তান আমল নয়। আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে বাস করছি। আর স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে আমাদের ব্রিটিশ কিংবা পাকিস্তান আমলের মতো 'ভাগ কর এবং শাসন কর'— এ নীতি লালন কিংবা পোষণ করা যাবে না। এমপিওভুক্ত বেসরকারি কলেজসহ সব সরকারি-বেসরকারি কলেজে অনার্স কোর্স চালুর ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা চিহ্নিত করে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মোঃ মঈনুদ্দিন চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, শংকুচাইল ডিগ্রি কলেজ, বুড়িচং, কুমিল্লা
mdmoinuddinchowdhury.2012@gmail.com